সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইউ.কে. টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

মসীহ্ মওউদ দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের বিষয়ে— হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) দ্বারা বর্ণিত, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর মহান জীবনি সংক্রান্ত কিছু ঘটনার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

২৫ মার্চ ২০২২

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

দুই দিন হ'ল ২৩ মার্চ অতিবাহিত হয়েছে, এই দিনটিকে জামাতের মাঝে মসীহ্ মওউদ দিবস হিসাবে পালন করা হয়ে থাকে। এই দিনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) প্রথম বয়আত নিয়েছিলেন; এই দিনে জলসার আয়োজনও করা হয়; জলসায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর দাবী, তাঁর (আঃ)এর আগমনের প্রয়োজনীয়তা তথা তাঁর (আঃ)'র পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করা হয়ে থাকে। যুগের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে নিজের নিযুক্তির ব্যাপারে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আঃ) এক পর্যায়ে বলেন; এ যুগের প্রতি খোদাতাআলা অতীব অনুগ্রহ করেছেন; তিনি এ ধর্মের অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের এবং হযরত নবী করীম (সাঃ)এর সমর্থনে তথা নিজ আত্মাভিমান রক্ষার্থে একজন মানব-কে, যার সহিত তোমরা বাক্যালাপ করছ; পাঠিয়েছেন। যাতে করে তিনি (আঃ) সেই ঐশী-প্রকাশ এর প্রতি লোকেদের আহ্বান করেন। তোমরা প্রত্যক্ষ করছ যে, ইসলামকে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে ডানে-বামে প্রত্যেক দিকে সমগ্র জাতি লেগে রয়েছে। এমতাবস্থায় যদি আল্লাহ্তাআলার আত্মাভিমান জাগ্রত না হত তথা তাঁর ওয়াদা إِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (অর্থাৎ, আমরা এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর সুরক্ষা করতে করব) যদি তার এ ওয়াদা না না থাকত; তবে নিশ্চয় এটা স্মরণ রেখো যে, ইসলাম আজ পৃথিবী থেকে উঠে যেত তথা এর নাম ও নিশান পর্যন্ত শেষ হয়ে যেত; কিন্তু এরূপ হতে পারে না। কেননা, খোদাতাআলার গুপ্ত হাত সদা-সর্বদা এর সুরক্ষা করছে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) নিজ দাবীর পরে বলেছেন যে কিভাবে আল্লাহ্তাআলার সহায়তা এবং সমর্থন তাঁর (আঃ)এর সঙ্গে রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ)'র দ্বারা বর্ণিত কিছু কথা বর্ণনা করব যা তিনি (রাঃ) স্বয়ং দেখেছেন অথবা শুনেছেন। এ ঘটনা যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ বহন করে, সেখানে আমাদের নিজেদের সংশোধন তথা ঈমানের দৃঢ়তার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষন করে।

নবী-বিরোধীরা সর্বদা এ পদ্ধতি অবলম্বন করে; তারা নবীদের বিষয়ে এরূপ বলে যে নবীরা যেসব জ্ঞান ও বিবেকের কথা বলে; তারা তা নিজে থেকে বলে না, তাদেরকে অন্য কেউ এসব কথা শিখিয়ে দেয়। এমনকি আঁহযরত (সাঃ)এর ওপরে নাযেলকৃত কুরআন করীমের বিষয়েও তারা এরূপ আপত্তি করে থাকে (নাউজুবিল্লাহ্)। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন; বিরোধী সংবাদপত্র এরকমও লেখে যে; এক মৌলভী চেরাগ আলী সাহেব হায়দ্রাবাদী রয়েছে যে নাকি হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)কে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখে পাঠায়। আর সেই সব লিখনী তিনি (আঃ) বারাহীনে আহমদীয়ায় প্রকাশ করে থাকেন। এক্ষেত্রে একথা বোধগম্য হয় না যে, মৌলভী

চেরাগ আলী সাহেবের এ কেমন ভীমরতি; সে তার নিজের উৎকৃষ্ট লেখনীসমূহ হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর নিকটে পাঠায় ও এদিক সেদিকের ব্যর্থ কথাবার্তা নিজের পাশে রেখে দেয়? প্রথম কথা এই যে, তার কি প্রয়োজন যে সে নিজে নিবন্ধ লিখে তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) কে পাঠায়? আর যদি বা পাঠাতেই হত, তবে উৎকৃষ্টমানের নিবন্ধগুলি নিজের নিকটে রেখে দিয়ে নিকৃষ্টমানের গুলি অন্যকে পাঠাত।

বিরোধীদের চীৎকার ও তাদের বিরোধীতার বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন; হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) দাবী করে বলেছেন যে, সেসময়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এবং তাঁকে মান্যকারীদের অবস্থা প্রকৃতপক্ষে অত্যধিক দূর্বল ছিল; এমতাবস্থায় মৌলভীরা বিভিন্ন প্রকারে বিরোধীদের উস্কানী দিত।

আবার বিরোধীতার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর প্রতিক্রিয়া কেমন হত; এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)কে অনেকবার একথা বলতে শুনেছি; তিনি (আঃ) বলতেন, লোকেরা গালি দেয় তখনও আমার খারাপ লাগে এজন্যই যে; তারা কেনই বা নিজেদের অন্তিম খারাপ করছে? আর যদি তারা গালি না দেয় তবুও আমার কষ্ট হয়; কষ্ট এজন্যই হয় যে বিরোধীতা ছাড়া জামাআতের উন্নতি হয় না। যখন গালি দেয় তো; তাদের বিরোধীতার কারনে জামাতের প্রচার হতে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, অতঃপর গালি শুনেও তো আমি আনন্দিত হই। এজন্যই আপত্তি তথা লোকেদের অপশব্দের চিন্তা করা উচিৎ নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) প্রায়শঃই পাঞ্জাবীদের একটি লোককথা বলতেন, 'উঁট অগডিন্দে ই লদে জান্দে নে' অর্থাৎ যদ্যাপি উঁট চীৎকার করতে থাকে তথাপি তার মালিক তার ওপরে হাত বুলিয়ে বোঝা চাপিয়েই যায়। এ কথার মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এরূপ উপদেশ দিতেন যে, লোকেরা চাহে কতই না খারাপ কথা বলে, তোমরা তার উত্তরে সর্বদা প্রেম এবং বিনম্রতার ব্যবহার করতে থাক।

যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) দাবী করেন; তখন তাঁর (আঃ)এর মান্যকারীরা অতীব স্বল্পসংখ্যার ছিলেন। আথম্ এর সহিত তাঁর (আঃ)এর মোকাবেলা হয়; তো জামাতীয় লোকেদের ওপরে এটা একটা বৃহৎ পরীক্ষাসম অবস্থার সৃষ্টি করে। লেখরাম এর সহিত মোকাবেলা হয়; তো হিন্দুদের মাঝে তাঁর (আঃ)এর বিরুদ্ধে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী'র ফত্ওয়া তথা ডাঃ আব্দুল হাকীম আহমদীয়াত হতে বিমুখ হয়ে যাওয়ায় সেসময়ে জামাআত এক বৃহৎ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়; পরন্তু খুদাতাআলা এ সমস্ত উপদ্রব নিশ্চিহ্ন করার মত প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরী করে দিয়েছিলেন। বরঞ্চ বিরোধীদের ফেৎনার কারনে জামাত ক্ষতির পরিবর্তে উন্নতি এবং সম্মানিত অবস্থায় পৌছে যায়।

বিরোধীতার বিষয়ে অন্য আরেক বর্ণনায় হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) বলেন; যখন কোন ব্যক্তি বিরোধীদের কথা শুনে তো সে এ ব্যাপারে সন্ধান শুরু করে দেয় যে, আচ্ছা! এরা এরূপ নোংরা লোক? একটু তাদের নিকটে গিয়ে তো দেখি? অতঃপর সে এরূপ দেখে চম্কে যায়; যখন সে দেখে যে তাকে যা বলা হয়েছিল, পূর্ণতঃ তা সঠিক নয়; বরঞ্চ এখানে সে অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছে; অতএব সে হেদায়েতের স্মরণে চলে আসে, সঠিকটা গ্রহন করে বসে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর মজলিসে একবার রামপুর থেকে এক সাহেব এসে বলেন যে, আমাকে আপনার বয়আত এর জন্য মৌলভী সানাউল্লাহ্ সাহেব প্রেরণা জুগিয়েছে। আমি তার পুস্তকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর বিরোধীতামূলক বক্তব্য পড়ি; তথা এসমস্ত কথাবার্তা কতটা সঠিক তা জানার জন্য তাঁর (আঃ)এর লিখিত পুস্তক দেখতে থাকি। অতঃপর বুঝতে পারি যে হযরত রসুলে করীম (সাঃ)এর যে সম্মান ও সমাদর তিনি (আঃ) বর্ণনা করেছেন; তা এসব লোকেদের অন্তরে নাই।

নবী কঠোরতা কেন প্রদর্শন করেন? এ ব্যাপারে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন; নবীদের কঠোরতা নিজ জাতির প্রতি নয়। পরন্তু আল্লাহ্তাআলার স্তর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কঠোরতা তথা আত্মাভিমান দেখানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এটা তো নিজ জাতির জন্যে সম্পূর্ণভাবে বিনয়-মূলক হয়ে থাকে। একবার লাহোরের এক গলিতে কোন এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) কে ধাক্কা দেয়; ফলতঃ তিনি (আঃ) পড়ে যান। হুযুর (আঃ)এর সাথী অতীব ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যান; সম্ভব ছিল যে, উপরোক্ত ব্যক্তিকে আঘাত হানে; কিন্তু তিনি (আঃ) বলেন, সে তো নিজ ক্রোধ ও তার সমর্থনে এরূপ করেছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন; আমার যুগে খোদাতাআলা তাঁর সম্মান ও আদর আমাদের সহিত রেখে দিয়েছেন। অতএব সম্মান প্রাপ্তকারী আমার অনুসরণকারী অথবা আমার বিরুদ্ধবাদীই হবে। মৌলভী সানাউল্লাহ্ সাহেবকেই দেখুন! সে এমন কোন বড় মাপের মৌলভী নয়। তার মত হাজারো মৌলভী পাঞ্জাব তথা হিন্দুস্তানে পাওয়া যায়। তথাপি যদি মৌলভী সানাউল্লাহ্ সাহেবের কোন প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি হয়; তাহলে সেটা আমাদের বিরুদ্ধবাদী হওয়ার কারনেই সে লাভ করেছে। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন; আজও আমরা এমন দেখে থাকি, অনেক মৌলভীদের রুজি রুটি বা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি আহমদীয়াতের বিরোধীতার কারনেই হয়ে থাকে। এখন তো রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিও আহমদীয়াতের বিরোধীতা—— নিজেদের রাজনীতি ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার উদ্দেশ্যে করে থাকে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর বিরেদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে, হত্যার মোকদ্দমাও করা হয়েছে, মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)হত্যার প্রয়াস করেছেন এরূপ সাক্ষী ন্যায়ালয়ে দিতে এসেছে। পরন্তু আদালতে মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীর নিজেরই মানহানি হয়েছে। খ্রীষ্টানদের সহিত হুযুর (আঃ) একটি শাস্ত্র মোকাবেলা হয়েছিল; যা জঙ্গে মুকাদ্দস নামে বিখ্যাত রয়েছে। এর এক পর্যায়ে খ্রীষ্টানরা হঠাৎ করে সেখানে কিছু খোঁড়া, অন্ধ ও বধির প্রতিবন্ধীদের উপস্থিত করে বলে যে; হযরত মসীহ্ নাসরী (আঃ) এরূপ প্রতিবন্ধীদের ঠিক করে দিতেন; আপনি তো নিজেকে তাঁর সমরূপ বলে থাকেন, তাহলে এদের ঠিক করে দিন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এ কথায় কোনরূপ ব্যাকুলতা বা অপ্রস্তত না হয়ে বলেন; ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী এরূপ প্রতিবন্ধীদের ঠিক করা যায় না; সুতরাং আমি শুধুমাত্র সেই চমৎকার দেখাতে পারি যা আমাদের আকা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) দেখিয়েছেন। বাকী রইল এধরনের চমৎকার; আপনাদের ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে যে, সেই সমস্ত খ্রীষ্টান যাদের মাঝে রাইএর দানা বরাবর ঈমান থাকবে, সেও ঐরূপ চমৎকার দেখাতে পারবে, যা হযরত মসীহ নাসরী (আঃ) দেখিয়েছেন। সুতরাং এরূপ অন্ধ, বধির ও খোঁড়া প্রতিবন্ধী এখানে উপস্থিত রয়েছে; যদি আপনাদের মাঝে রাইএর দানা বরাবর ঈমান থেকে থাকে তাহলে আপনারাই এদের ঠিক করে দেখান। বলা হয়- আল্লাহ্তাআলা নিজ পবিত্র বান্দাদের প্রত্যেক পরিস্থিতিতে সম্মান দিয়ে থাকেন তথা তাঁকে এমন এমন প্রত্যুত্তর শিখিয়ে দেন; যার পরিণাম স্বরূপ শত্রুরাও সম্পূর্ণভাবে কিংকর্তব্য-বিমুঢ় হয়ে যায়।

এক ব্যক্তি হুযুর (আঃ)এর নিকটে আসেন তথা নিজেকে তাঁর (আঃ)এর প্রশংসক পরিচয় দিয়ে বিরোধী মৌলভীদের আস্থা অর্জনের জন্য নিজের জ্ঞান থেকে বিভিন্ন প্রকারের পরামর্শ দিতে থাকে। হযুর (আঃ) তার কথা শুনে বলেন; যদি আমার দাবী কোন মানুষের পরিকল্পনাধীন হত, তাহলে নিঃসন্দেহে আমি এরূপ করতাম; কিন্তু এটা খোদাতাআলার আদেশানুসারে হয়েছে; সুতরাং খোদা যেরূপ বুঝিয়েছেন, আমি সেরূপই করেছি।

হুযুর আনোয়ার (আঃ) হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর সত্যতা তথা খোদাতাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সহায়তা এবং সমর্থনের অন্যান্য আরও ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলীর বর্ণনা করার পর

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর আরও একটি উদাহরণ পেশ করেন। তিনি (আঃ) বলেছেন যে, মিথ্যার ধ্বংসের জন্য ব্যক্তির মিথ্যাই পর্যাপ্ত; কিন্তু যে কাজ আল্লাহ্তাআলার মহিমা তথা তাঁর রসুলের আশীর্বাদ প্রকট করার জন্য প্রমাণ স্বরূপ হয়ে থাকে তথা স্বয়ং আল্লাহ্তাআলার হাতে লাগানো চারা হয়ে থাকে; তার সুরক্ষা স্বয়ং ফেরেস্তারা করে থাকেন। সুতরাং স্মরণ রেখো! যদি আমার এ সিলসিলা যদি কেবলমাত্র দোকানদারী হয়ে থাকে; যেমনটি এসব লোকেরা বলে থাকে; তাহলে এর নাম ও নিশান শেষ হয়ে যাবে। পরন্তু যদি এটা খোদার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে; আর নিশ্চয়ই এ খোদার পক্ষ থেকে; তো সমগ্র জগত বিরোধীতা করেও এর কোনরূপ ক্ষতি করতে পারবে না, এ সিলসিলা বাড়বে; প্রসারিত হতে থাকবে আর ফেরেস্তারা এর হেফাযত করবে। সুতরাং আল্লাহ্তাআলা আমাদের সামর্থ প্রদান করুন, যেন আমরা তাঁর (আঃ)এর বয়আতের অধিকার আদায়কারী হই; তথা এ সংবাদ বিশ্বে পৌঁছিয়ে আল্লাহ্তাআলার সহানুভূতি তথা পুরস্কারাজির উত্তরাধিকারী হতে পারি। আমরা যেন অবজ্ঞাকারী না হই; বরঞ্চ যেন আমরা আজ্ঞাকারীদের গণনায় নিজেদের স্থান করে নিতে সমর্থ হই। আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। আমিন।

খুতবার পরিশেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) কুর্দী ভাষার ওয়েব সাইট ahmadiyya-islam.org/krd এর সঞ্চালনের ঘোষণা করেন। এই ওয়েব সাইটের মাধ্যমে কুর্দী ভাষাভাষীর লোকেরা প্রথমবার আহমদীয়া জামায়াতের আস্থামূলক শিক্ষা-দীক্ষা নিজ ভাষায় পড়তে সক্ষম হবে।

অন্তিম চরণে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন; বিশ্বের স্পর্শকাতর অবস্থার প্রেক্ষিতে দোয়া করতে থাকুন। আল্লাহ্তাআলা বিশ্বকে বিনাশের হাত হতে রক্ষা করুন তথা মানুষকে বুদ্ধি দান করুন; যেন সকলে নিজ সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে সক্ষম হতে পারে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

25 MARCH 2022

Prepared by

MANSURAL HAQUE

NAZIM ANSARULLAH
DISTRICT BIRBHUM, WEST BENGAL

BANGLA KHUTBA KHULASA JUMAH
HUZOOR ANWAR (ATBA)

DISTRIBUTED BY

Ahmadiyya Muslim Mission
Badarpur, P.O. Boaliadanga
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in